২৯-০৮-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - আগামী ২১-জন্মের জন্য পুণ্যের খাতা ভরতে হবে, যোগবলের সাহায্যে পাপের খাতাকে ভস্ম করার লক্ষ্যে অন্তর্মুখী হও"

প্রশ্ন :- কোন শ্রীমৎ পালন করলে নির্বাক দুনিয়ায় পৌঁছাবার পুরুষার্থে সহজ হয় ?

উত্তর :- শ্রীমৎ বলে - বাচ্চারা, অন্তর্মুখী হও। কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। এই শ্রীমৎ-কে পালন করলে সহজেই নির্বাকধামে পৌঁছতে পারবে। যত বেশী করে স্মরণের যোগ করবে, যত বেশী স্বদর্শন চক্র ঘোরাবে, তোমাদের পুণ্যার্জন ততই জমা হতে থাকবে। স্মরণের যোগ-এর উপযুক্ত সময় অমৃতবেলা। সেই সময়ে উঠে অন্তর্মুখী হয়ে আত্ম-স্বরূপ স্থিতিতে বসতে হবে।

গীত :- রাত্রি ব্যর্থ করেছো ঘুমিয়ে,
. দিন বিফল করেছো খেয়ে।
. হীরে জন্ম ছিল অমূল্য,
. কানা-কড়িতে এখন মূল্য।।

ওঁম্ শান্তি! কে বোঝাচ্ছেন যে অর্ন্তমুখী হও, শব্দ করে কিছুই বলার প্রয়োজন নেই, নিজে আত্মা-স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত হয়ে বসো ? -- বাবা বাচ্চাদের বলছেন মুখ দ্বারা কিছুই না বলতে। এতদিন তো রাম-রাম ইত্যাদি অনেক কিছুই বলে আসছো, কিন্তু এসব বললে মানুষ পবিত্র হয় না। একমাত্র তখনই পবিত্র হতে পারে, যদি সে পতিত-পাবন বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারে। পতিত-পাবন বললেই বাবাকে স্মরণে আসে। বাবা বলছেন-বাচ্চারা, এতদিন তোমরা পতিত ছিলে, এখন পবিত্র হতে চলেছো। সত্যযুগে কেউ পতিত থাকে না। গত ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে এই ভারত ভূ-খণ্ডই পবিত্র ছিল, তখন এখানে একটি মাত্র ধর্ম ছিল। যেহেতু সৃষ্টি-জগতে বাবা তো কেবল সুখের দুনিয়ারই রচনা করেন। এই ভারতই ছিল সেই সুখধাম। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের, ত্রেতাতে রাম-সীতার রাজত্ব ছিল -যার সাক্ষী মন্দিরগুলি। এই ভারত সেই ভারত একদা যেখানে সূর্য-বংশীদের ও চন্দ্র-বংশীদের রাজত্ব চলতো। যা আবার পুনঃ-স্থাপন হতে চলেছে। একেই বলা হয় ওর্য়াল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী। সাধারণ মানুষেরা যা জানেই না। আর যে মানুষেরা সাধারণ কথাটাও জানে না, তাদেরকে পশুরও অধম বলা হয়। বাবাকে জানার জন্য তাদের কতই না ঠেলা-ধাক্কা খেতে হয়, কিন্তু তবুও তা জানতে পারে না। যেহেতু তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছো, তাই বাবা স্বয়ং ওঁনার পরিচয় নিজেই দিচ্ছেন। যখন পরিচয় জানা ছিল না, তখন কি অবস্থায় ছিলে ? হয় অনাথ, না হলে নাস্তিক, অথবা ভবঘুরে এমনই অবস্থায় ছিলে। কিন্তু এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছো, আর বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সাও পাচ্ছো তোমরা। এ এক বিশাল প্রাপ্তি, যার ফলে আগামী ২১ জন্মের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের রাজধানীর অধিকার পাওয়া যায়। যা কোনও সাধারণ ব্যাপার নয়। ৫-হাজার বর্ষ হয়ে গেছে, লক্ষ্মী-নারায়ণ যখন রাজত্ব করেছিল, সেই ইতিহাসই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে আবার।

বাবা এবার বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - "তোমারা কেবল আমার শ্রীমৎ অনুসারেই চলবে অন্তর্মুখী হয়ে, বাহিরমুখী হয়ো না যেন। বর্তমান সময়টা কলিযুগের অন্তিম লগ্ন অর্থাৎ ঘোর তমসাচ্ছন্নে আবৃত, যা (কল্পের) রাত। এর পরেই প্রভাত আসন্ন। সত্যযুগকে তাই বলা হয় উজ্বল প্রভাতের আলো। এই

দুয়ের সঙ্গমযুগেই আমার উপস্থিতি, যখন সকল মনুষ্যই একেবারেই পতিত অবস্থায় পৌঁছায়। আমার আসার উদ্দেশ্যই হলো, বাচ্চাদেরকে সদাকালের সুখের অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা দেবার লক্ষ্যে। বিনাশ যে এখন দোরগোড়ায়। অনেক সময় অপচয় হয়েছে, অতএব এখন তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ করে অসীম বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা নিতে থাকো, যেমন অন্যেরাও তা নিচ্ছে। তোমরা সবাই পুরুষার্থী। এবার সবারই যাবার পালা নির্বাকধাম, সুইটহোমে। আত্মাতের প্রকৃত ঘর, নির্বাণধাম। যেখানে কেউ একা থাকে না, যত জীবাত্মা সবাই থাকে। সবাইকে এই স্থুল শরীর ত্যাগ করেই যেতে হয় সেই প্রকৃত বাবার কাছে। সেখানেই রয়েছে নিরাকারী সৃষ্টিরূপী কল্প-বৃক্ষ। চিত্রে তা দেখানো আছে। ওটাই আত্মাদের প্রকৃত ঘর-শান্তিধাম। ওখান থেকে তোমারা যাবে সুখধামে। এইভাবে বি.কে.-দের ৮৪-জন্মচক্র পুরো হয়।" সৃষ্টি-চক্র অনুসারে কলির পরেই আসে সত্যযুগ। যেমন দ্বাপরের পরে আসে কলিযুগ। বাবা আরও বলছেন- "আমি কল্পে-কল্পে, প্রতি কল্পেরই সঙ্গমযুগে এখানে আসি, পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ করাতে। কিন্তু, যতক্ষণ না পর্যন্ত নতুন দুনিয়ার স্থাপন হয়, ততক্ষণ এই পুরোনো দুনিয়াতেই থাকতে হয় আমাকে। যেমন, লোকেদের নতুন ঘর-দুয়ার তৈরী না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো বড়ীতেই থাকতে হয়। নতুন বাড়ী বানানো হয়ে গেলে তারপর পুরোনো বাড়ীকে ভেঙ্গে দেয়। তেমনি এই দুনিয়াও এখন একটা অতি পুরোনো বস্তুর মতন। এর বিনাশের নিমিত্তেই ঘটে থাকে, মহাভারতের সেই ভীষণ লড়াই।"

বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন- আত্মাই সবকিছু বুঝতে পারে। এই আত্মাই জাগতিক জ্ঞান শেখে। এই আত্মাই বলে, আমি প্রিন্সিপ্যাল, আমি সার্জেন ডাক্তার, অমুক অমুক ইত্যাদি। কিন্তু আত্মার নিজের প্রকৃত জ্ঞানটুকু না থাকার কারণে দেহ-অভিমানে চলে আসে। সংস্কারও আত্মার সাথেই থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারছো, শিববাবা স্বয়ং তোমাদের এসব বোঝাচ্ছেন। আত্মাদের এই পুরোনো শরীর ছেড়ে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। শ্যাম থেকে সুন্দর হতে হবে। যদিও কল্প-চক্রে পরে আবারও সুন্দর থেকে শ্যাম হতে হয়। অবশ্য তা হতে সময় লাগে ৮৪-জন্ম। সেই অবস্থায় এলে আবার বাবা আত্মাদেরকে কাম-বিকারের চিতা থেকে বের করে এনে জ্ঞানের চিতায় বসিয়ে স্বর্ণযুগ অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যের মালিক করে গড়ে তোলেন। যেহেতু ইঁনি অসীম বেহদের বাবা, তাই ইঁনি কেবল অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সাই দিয়ে থাকেন। একমাত্র এই বাবাই হলেন, উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের অর্থাৎ সর্বোচ্চ। উনি নিজেও তাই বলেন- "বাচ্চাদের জন্য আমি বৈকুন্ঠের উপহার এনেছি। হাতে করে স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্বও নিয়ে এসেছি। সেকেণ্ডেই তোমাদের তা সাক্ষ্যাৎ হতে পারে।" এখানে তোমরা কত অধিক সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা রয়েছো। তারা অবশ্যই ব্রহ্মার বাচ্চা আর শিববাবার নাতি-পুতি। তোমরা নিজেরাও তাই বলো, একমাত্র তোমরাই সরাসরি শিববাবার উত্তরাধিকারীর অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। যিনি সবারই সদগতিদাতা। যিনি স্বয়ং তোমাদেরকে রাজযোগ শেখান। কিন্তু, যিনি নিরাকার, তিনি আবার তা শেখাবেন কি প্রকারে ? কারও ইন্দ্রিয় দ্বারাই সে পাঠ পড়াতে হয়। ইনিই সৃষ্টি-চক্রের সমস্ত জ্ঞান শোনান। আর এইসব মহিমা একমাত্র তারই আছে, তাই ওনাকে পরম আত্মা সুপ্রীম্ সোল বলা হয়। একমাত্র উনিই যেহেতু জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন তাই অবশ্যই আসতে হয় ওনাকে। বাচ্চাদেরকে তিনিই পবিত্র মাস্টার সুপ্রীম্ করে গড়ে তোলেন। তিনিই হলেন সেই অসীম-বেহদের বাবা, যাকে আহ্বান করে ডাকতে থাকে ভক্তরা। সব ভক্তদেরই ভগবান এই বাবা - যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। সেখানে ওনাকেই যদি সর্বব্যাপী বলা হয়, তবে ওনার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা আর পাবে কোত্থেকে ? কোনও দেহধারী মানুষকে তো আর ভগবান বলা যায় না। কৃষ্ণকেও দৈবগুণধারী মনুষ্য বলা হয়। এই কৃষ্ণই হলেন

স্বর্গ-রাজ্যের প্রথম রাজকুমার। তাই তো সকলেই ওনাকে দোলনায় দোল খাওয়ায়। শিববাবাকে কখনও দোল খাওয়াতে হয় না। উনি কখনই শিশু হন না। শিববাবা এসবের সাক্ষাৎকার করান তোমাদের বোঝাবার জন্য - তার (কৃষ্ণের) মতন তোমরাও তো আমারই বাচ্চা, আমাকে আপন করে নিলে তোমরাও তেমন ওয়ারিশন হতে পারো। সমর্পিত এমন হতে যেন পূর্ণ-সমর্পণ। তবে বাবাও বাচ্চা রূপে তোমার প্রতি সমর্পিত হবে।

মানুষের মধ্যে এতই অন্ধশ্রদ্ধা, তারা যেখানে সেখানে মাথা ঠুকে প্রণাম করে- পূজা-অর্চনা যেন বাচ্চাদের এক পুতুল খেলা। নবরাত্রিতে এমন কত পুতুল তৈরী করা হয়। অথচ তাদের সংস্কার, গুন ও শক্তি সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই লোকেদের। ৪ বা ৬ হাতের এমন কোনও দেবী মোটেই হয় না। তার উপরে তাদের হাতে তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্রও দেখানো হয়। কিন্তু দৈব-গুণধারী দেবতারা হিংসক হতে যাবে কেন। অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরাই দেবতাদের এমন হিংসক রূপ দেখিয়েছে। নেপালেও কালী পূজা হয়। কিন্তু তা তো তেমনটি হয় না মোটেই। তোমাদের মাম্মার কি এমন কালীর মতন লম্বা জিভ - তা তো নয়। মানুষ তো মানুষের মতনই হবে। আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা তো সূক্ষ্মবতনের অধিবাসী। এছাড়া আর অন্য কিছু ব্যাপারই নেই। সেখানে ৮ বা ১০-হাতের ব্যাপার আসেই বা কোত্থেকে! এসবই ভক্তি-মার্গের অলংকার। পয়সা উপার্জনের ফন্দি-ফিকির। এর উপরে আবার অজ্ঞানী চিত্রকারেরা নিজেদের ইচ্ছামতন নানা প্রকারের চিত্রও বানায়। এক মন্দিরে দেখবে খুব সুন্দর সৌম্য-শুভ্র কৃষ্ণকে, আবার অন্য মন্দিরে দেখবে কালো-কুৎসিত কদাকার কৃষ্ণকে। কিন্তু এমনটা হবার কারণ কি ? একেই বলে অন্ধশ্রদ্ধার চূড়ান্ত পর্যায়। এরপরেই হয় ভক্তি-মার্গের শেষে জ্ঞান-মার্গ জিন্দাবাদ। আর খুব কম সময়ই অবশিষ্ট আছে, তখন সবাইকেই মরতে হবে। পুত্র, নাতি-পুতি কেউ-ই আর ওয়ারিশন থাকবে না তখন। সেখানে (শান্তিধামে) যাবার পর এই জ্ঞান আর স্মরণে থাকবে না তোমাদের। একমাত্র বর্তমানের এই সঙ্গম সময়েই রাজ্য-ভাগ্য গড়ার জন্য এই পুরুষার্থ। যেহেতু সেখানকার নতুন সৃষ্টি-জগৎ হবে সম্পূর্ণ পবিত্র। বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই তা জানো যে, প্রতি কল্পের মতন তোমরা বি.কে.-রাই হওআসেই রাজধানীর অধিকারী। সেখানে তো একথাও মনে থাকবে না, কে কেমন কর্ম-কর্তব্য করেছিলে, কে কি ছিলে - এসব কিছুই তখন ভুলে যায়। সেখানে এমন কোনও পতিত-পাপী থাকে না যে, পবিত্র পুণ্যবান হবার জন্য গুরু-গোঁসাইয়ের প্রয়োজন পরবে। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের পা ধুয়ে পরিস্কার করে আসনে বসান। গুরুর প্রয়োজন তো কেবল সদগতির জন্য। সেখানকার আত্মারা তখন সবাই সদগতি প্রাপ্তকারী আত্মা। তাই তাদের আর গুরুর প্রয়োজনই নেই। তাই বাবা বলছেন- নিজেদের আত্মা স্বরূপ ভাবো, মোটেই যেন দেহ-অভিমানে থেকো না। আমিও আত্মা কিন্তু এখন ডাক্তার-স্বরূপে, আমি আত্মা এখন ম্যাজিস্ট্রেট-স্বরূপে, কিন্তু এই শরীর ত্যাগের পর, কেউই জানে না এরপরে সে কি হবে ? আমি আত্মাবএই শরীরের সাহায্যে পঠন-পাঠন করি। আত্মা তার ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে পড়াশুনা করে। আত্মাই সবকিছু শুনতে পায়- এটাই মুখ্য বোঝার ব্যাপার, এ কোনও বানানো গল্প নয়।

এবার বাবা জানাচ্ছেন, পুরো দুনিয়াটাই কবরস্থানে পরিণত হতে যাচ্ছে। এবার অন্ততঃ তোমাদের তোমাদের তেমন ভাবে জেগে ওঠা উচিত। তা না হলে খড়ের-গাঁদায় আগুন লাগার মতন আগুন ছড়িয়ে পড়লে, সে সময় কেবল হায়-হায় করতেই হবে। কেউ কিছু করতে পারবে না তখন। কালের করাল গ্রাসে সবই ভস্ম হবে। তখন কেবল দেখবে আর ত্রাহি-ত্রাহি করতে থাকবে। খুব কঠিন সাজাও পেতে হবে তখন। অতএব এখনই সেই পাপের খাতার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে, পুণ্যের খাতার

জন্য পুণ্য অর্জন করতে হবে। যা নতুন করে আগামী ২১-জন্মের জন্য জমা হবে। আর তা জমা হবে সেভাবে বাবাকে স্মরণ করতে পারলে। তার আগে দরকার পুরোনো খাতার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দেওয়া। বাস্তবে এই জ্ঞান অতি সহজ ও সরল। রোজই তুমি তা উপার্জন করতে পারো। যে যত বেশী স্মরণ করতে পারবে, যত বেশী স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে পারবে, অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সে তত বেশী পুণ্য উপার্জন করতে পারবে। সেখানে কোনও গোনা-গুনতির ব্যাপারই নেই। এখানে এখন কুঁড়ে-ঘরে বসে আছো, এরপরেই সেই বিশাল অট্টলিকায় বসবে। তফাৎ তো হবেই - কোথায় কুঁড়ে-ঘর আর কোথায় বিশাল অট্টলিকা। ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন হলেই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হবে। যা বর্তমান সময়ের কথা। অর্থাৎ রাজধানী স্থাপনা হয়ে গেলেই, বিনাশও শুরু হয়ে যাবে - ততক্ষণ পর্যন্ত যে যতটা পুরুষার্থ করতে পারলে তো পারলে। অতএব এখন আর পুরুষার্থে গাফিলতি করা উচিত নয় মোটেই। খুব ভোরে উঠে স্মরণের যোগে বসা উচিত। স্মরণের চার্ট রেখে সেই হিসেব দেখলে, নিজেই নিজেকে যত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ততই উচ্চ-পদ লাভ করতে পারবে। তেমন হতে পারলে শিববাবার গলার হারও হতে পারে তুমি। এর জন্য তোমাকে তোমার নিজের মনের আয়নাতে নিজেকে দেখতে হবে-তুমি কি তেমন যোগ্য হতে পেরেছো - লক্ষ্মী-নারায়ণের উপযুক্ত। মাম্মা-বাবার মতন মন-প্রাণ দিয়ে কি সেবা করছো ? ফুল তো অনেক প্রকারই হয়। এখানেও তেমনি এটা একটা মনুষ্য-ফুলের বাগান - যেখানে মালি স্বয়ং বাবা। উদাহরণ দিয়ে বাবা বলবেন- একবার দেখো, কুমারকা, মনোহর এরা কত সুন্দর ফুল। ঠিক যেন 'রতন-জ্যোতি' ফুল। (রূপে, রঙে, গন্ধে, জ্যোতিতে, ঔষধি গুণে ভরপুর-কাশ্মীর অঞ্চলের ফুল) বাবা একবার এই বাগানে এসে দেখেন, আর একবার ঐ বাগানের ফুলগুলিকে দেখেন। এই মালী যেমন তার বাগানের ফুলগুলিকে পরীক্ষা ও পরিচর্যা করেন, তেমনি বাচ্চাদেরও উচিত বাবাকে অনুসরণ করা। যারা নম্বর ওয়ান, নম্বর টু -তাদের মতনই তো হওয়া উচিত। এ যে আগামী ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্যের প্রাপ্তি, যা মোটেই কোনও সাধারণ ব্যাপার নয়। যেখানে কেবলই সুখের প্রাচুর্য। সমগ্র বিশ্বের মালিক হবার হবার স্কুল এটা। এখানে জাগতিক পড়ালেখার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনও হয়। এমন স্কুলের টিচারদের আচার-আচরণ সর্বদা খুব সুন্দর ব্যবহারযুক্ত ও সৎ প্রকৃতির হয়। এই স্কুলে কোনও প্রকারের অন্ধ-শ্রদ্ধার ব্যাপার নেই। এখানে যেমন ব্যারিস্টার পড়েন, তেমনি আবার ইঞ্জিনিয়ারও পড়েন। তোমরা এখানকার এই পাঠ পড়ছো রাজাদেরও রাজা হবার জন্য।

সন্ন্যাসীরা বলে থাকে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তবে তো সেখানেই সবকিছুর সমাপ্তি হয়ে যেত। অথচ, অসীম-বেহদের বাবা বোঝান- বাচ্চারা, তোমাদের এই অন্তিম জন্মে পবিত্র থেকো। তবেই তোমরা অনেক বেশী সেবা করতে পারবে। এখানেও স্কুলগুলির জন্য এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে। যা গডলী এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। তোমরা বি.কে.-রা হলে রাজঋষি। জাগতিক ঋষিরা তো নিজেদের ঘর-পরিবার ত্যাগ করে। কিন্তু তোমরা ঘর-সংসারে থেকেই সমগ্র দুনিকেই ত্যাগ করে দাও। যেহেতু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, নতুন দুনিয়ার রচনা চলছে, আর তা বাবা নিজেই ওনার বাচ্চাদেরকে বানিয়ে দিচ্ছেন। এই কারণেই বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তেমরা লাগাতার আমাকে স্মরণ করতে থাকো, অতি শীঘ্রই বর্তমানের পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হতে চলেছে। এই যে এত অনেকগুলি আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় কলেজ ও হাসপাতাল আছে, এর দ্বারাই তোমরা এভার-হেল্দী, এভার-ওয়েল্দী হতে পারবে। এমন হাসপাতাল অথবা কলেজ তোমরা সর্বত্রই ঘরে-ঘরে খুলতে পারো। এতে খরচ কিছুই লাগে না। পরিসর কেবলমাত্র তিন বর্গ-ফুট হলেই চলবে। আচ্ছা!

মাতা-পিতা, বাপদাদার মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) খুব ভোরে উঠে স্মরণের যোগে বসতে হবে অবশ্যই। এতে কোনও প্রকারের গাফিলতি করা চলবে না। পুণ্যের খাতায় পুণ্য অর্জন করতেই হবে।

২) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুদ্ধিতে রেখে সুন্দর আচার-আচরণ ধারণ করতে হবে। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন অবশ্যই করতে হবে রোজ। অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- নির্লিপ্ত থেকেও প্রিয় - এই বিশেষত্বের দ্বারা বাবার প্রিয় হয়ে নিরন্তর যোগী ভব

বিস্তার :- আমি বাবার কত স্নেহের পাত্র - তার হিসেব হয় নিজে কতটা নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকতে পারি। যদি তুমি কিছুটা স্বতন্ত্র হও, বাকীটা অন্যদিকে যুক্ত থাকে, তবে স্নেহের পাত্রও ততটাই হবে। যে সদা বাবার স্নেহের পাত্র হয়, তার লক্ষণ হবে স্বতঃপ্রবৃত্ত স্মরণের যোগ। যা প্রিয় তা হয় স্বতঃপ্রবৃত্ত এবং নিরন্তর স্মরণেও থাকে। আর বাবা তো কল্প-কল্পের প্রিয়। এমন প্রিয়-বাবাকে কি ভুলে থাকা যায়! একমাত্র সেই সময়ে বাবাকে ভুলতে পারো, যখন বাবার থেকেও অধিক কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে যদি প্রিয় ভাবতে শুরু করো। কিন্তু যদি সদাকালই বাবাকে প্রিয় ভাবো, তখনই তুমি হয়ে যাবে নিরন্তর যোগী।

স্লোগান :- যে নিজের নাম-মান আর মর্যাদা ত্যাগ করে বেহদের সেবায় ব্যস্ত থাকে, সে প্রকৃত পরোপকারী।